"মিষ্টি বাচ্চারা - বাপদাদার স্মরণ আর ভালোবাসা নিতে হলে সেবাপরায়ণ হও, বুদ্ধিতে জ্ঞান ভরপুর থাকলে তার বর্ষণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ নেশা ভরপুর বাদলকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, বর্ষণ করতে দেয় না ?

*উত্তরঃ - যদি অপ্রয়োজনীয় দেহ বোধের নেশা আসে, তাহলে পরিপূর্ণ বাদলও উড়ে যাবে । বর্ষণও যদি করে তাহলে সার্ভিসের বিরুদ্ধে ডিস সার্ভিস করবে । বাবার প্রতি যদি ভালোবাসা না থাকে, তাঁর সঙ্গে যদি যোগ না থাকে, তাহলে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও খালি থাকবে । এমন খালি বাদল অন্যের কল্যাণ কিভাবে করবে ।

ওম্ শান্তি । বাকি অল্প কিছু বাদল অবশিষ্ট আছে । যেমন বর্ষা যখন কম হয়ে যায়, তখন সাগরের উপর বাদল বা মেঘ থাকে না, ঠান্ডা হয়ে যায় । এখানেও তেমন ঠান্ডা হয়ে যায় । বাদল বা মেঘ তাদেরই বলা হবে, যারা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে বর্ষণ করায় । যদি কেউ বর্ষণ না করায়, তাহলে তাকে তো বাদল বলাই যাবে না । এ হলো জ্ঞান বাদল । ও হলো বৃষ্টির বাদল । জ্ঞানের বাদল আসে, যখন সময় হয় । তারা রিফ্রেশ হয়ে গিয়ে অন্যকে রিফ্রেশ করে । এই বাদলও নম্বরের ক্রমানুসারে হয় । কেউ তো খুব জোরে বর্ষণ করায় । বাদলের কাজ হলো বর্ষণ করানো আর ঝিমিয়ে যাওয়া গাছকে তরতাজা করানো । যাদের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তারা লুকিয়ে বসে থাকে না । তাদের বাবার নির্দেশেরও প্রয়োজন নেই । তারা তো বাদলই । তারা আসেই ভরপুর বর্ষণ করাতে । যেখানেই দেখবে অনুর্বর জমি, সেখানেই গিয়ে ফসল ফলানো উচিত । মহারথী বাচ্চারা তো সব সেন্টারকেই ভালোভাবে জানে । বাবাও সবসময় বলেন, সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের আমার স্মরণ আর ভালোবাসা দিও । ভালো ভালো বাদল সেবাতে যাবে । প্রদর্শনীতেও সবাই একরস বোঝায় না । মুখ্য বিষয়ই হলো এই । গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, সাকারী শ্রীকৃষ্ণ নয় । বোঝানোর জন্য খুব সুন্দর কায়দা চাই । সারাদিন এই খেয়াল থাকা উচিত যে, সবাইকে গিয়ে জাগাবো । সবাই ঘোর অন্ধকারে পড়ে আছে । সবাইকে ভালোবাসার সাথে বোঝাতে থাকো যে, তোমাদের দুইজন বাবা । এক হলো জাগতিক, আর দ্বিতীয় হলো অসীম জগতের বাবা । এই অসীম জগতের বাবাকেই পতিত পাবন বলা হয় । বাচ্চারা, তোমরা এখন সুবুদ্ধি পেয়েছো । দুনিয়ার মানুষকে যদিও দেখে মনে হয় তারা আড়ম্বরের মধ্যে আছে, কিন্তু তারা হলো সেই পাথর বুদ্ধির । বাবা নিজেই বলেন, এই সাধুদেরও আমাকেই উদ্ধার করতে হবে । ওরাও রচনা আর রচয়িতাকে জানে না । সত্যযুগ থেকে শুরু করে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়, কিন্তু একথা কেউই জানে না । শাস্ত্রতে এই জ্ঞান নেই । শাস্ত্রের দ্বারা কারোর সদগতি হতে পারে না, গীতার সম্মান কতখানি, কিন্তু সে তো হলো ভক্তিমার্গ । বাবা তো পতিত পাবন, তিনি বসেই রাজযোগ শেখান । তাই রাজত্বের জন্য অবশ্যই নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন । বাবা এসেই রাজযোগ শেখাবেন । তোমরা এও এখন জানতে পেরেছো যে, যাদের পূর্ব কল্পে বোঝানো হয়েছে, তাদেরই এখন বোঝাবেন, তখন তারা বুঝবে । এই লড়াই কোনো ওই লড়াই নয়, যেমন সবসময় চলে এসেছে । ৮ - ১০ বছর চলে তারপর বন্ধ হয়ে যাবে । ড্রামা অনুসারে যে বোম্বস তৈরী হয়েছে, তা রেখে দেওয়ার জন্য নয় । পতিত মানুষের মৃত্যু ব্যতীত সত্যযুগ আসবে না । শান্তি কিভাবে স্থাপন হবে -- এও বোঝাতে হবে । শান্তি স্থাপন করা বা শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া বানানো, এ তো এক বাবারই কাজ । বাবা বলেন, অন্যদের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ ছিন্ন করে একের সঙ্গেই জুড়তে হবে । দেহ সহ যা কিছুই দেখা যায়, এই সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে । এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই ঘরকে স্মরণ করতে হবে । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, এ হলো মৃত্যুলোক । আমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য অমর কথা শুনছি । দেবতাদের বলা হয় দৈবী গুণ সম্পন্ন মানুষ । এখানে তো একজনও এমন নেই । কৃষ্ণের নামেও কতো গ্লানি সূচক কথা লিখে দিয়েছে । কিছুই বুদ্ধিতে আসে না ।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে । দৈবী গুণ কাকে বলা হয় -- তাও বোঝানো হয় । অবশ্যই সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । এটাই হলো প্রথম প্রধান গুণ । তোমরা সব জায়গাতেই দেখতে পাবে যে, পবিত্রদের সামনে অপবিত্ররা মাথা নত করে । সত্যযুগে সবাই পবিত্র, তাই সেখানে কোনো মন্দির থাকে না । তারপর যখন পূজারী হয়, তখন মন্দির তৈরী করে, যারা পবিত্র ছিলো, তারাই আবার পতিত হয়ে যায় । এ হলো তোমাদের অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম । বাবা বলেন - তোমাদের এই পুরানো দুনিয়াকে, পুরানো শরীরকেও ভুলে যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে । এ শেষ হতে দেরী লাগবে না । এই পুরানো দুনিয়া, ধন - দৌলত, সম্পত্তি সব গেল বলে । খুব অল্প সময় বাকি আছে । দুনিয়াতে কেউ জানেই না যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । তোমরা

তো শোনাও, কিন্তু বিশ্বাস হবে, তবে তো না । ভগবান উবাচঃ যখন বুঝবে তখন বুদ্ধিতে বসবে ।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বলেন -- নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো । বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা । সব হলো ভাই - ভাই । স্বর্গতে সব ভাই - ভাই সুখী ছিলো, কলিযুগে সব ভাই - ভাই দুঃখী । সকল আত্মারাই এখন নরকবাসী । কেবল আত্মা তো থাকবে না । শরীরও তো চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন আত্ম - অভিমানী হতে হবে, এতেই পরিশ্রম । এ মাসির বাড়ী নয় । এই অবস্থা তখন দৃঢ় হবে, যখন প্রথমে এই নিশ্চিত হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পড়ান । শিব বাবা এই শরীরের দ্বারা পড়াতেই আসেন । আমরাও শরীরের দ্বারাই শুনি, ধারণও করি । সংস্কার অনুযায়ী মানুষ এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে । বাবা যেমন লড়াই যারা করে, তাদের উদাহরণ দেন । লড়াইয়ের সংস্কার নিয়ে যায়, আবারও সেই সংস্কার পরের জন্মে তাদের মধ্যে এসে যায় । এখন বাবার সংস্কারও তোমরা জানো যে, নিরাকার, অসীম জগতের বাবার মধ্যে কি সংস্কার আছে ! তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । তিনি পতিত - পাবন এবং জ্ঞানের সাগর । তিনি এসেই আমাদের পবিত্র করবেন । বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জন্ম - জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে । না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । কিছুইপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না ।

বাচ্চারা এখন জানে যে, বাবা আমাদের সহজ পথ বলে দেন । তিনি বলেন - মন্মনাভব । গীতাতেও এই শব্দ রয়েছে, কিন্তু এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না । বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । দেহ সহ দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো । এই স্মরণকেই যোগ অগ্নি বলা হয়, যোগ হলো কমন শব্দ । গীতাতেও এই শব্দ আছে, কিন্তু কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়াতে ঘোর অন্ধকারময় করে দিয়েছে । তোমরা যখন, এখন বুঝতে পারো, তখন ওরা বলে দেয়, এ তোমাদের কল্পনা । কিছুই জানতে পারে না । ওরা তো এই উত্তরাধিকার নেবেই না । প্রথমে তো এই কথা বুঝবে যে, ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা, ইনি বাবাও, টিচারও আবার সদগুরুও । তিনিই আমাদের পড়ান । একথা দৃঢ় ভাবে নিশ্চিত হওয়া দরকার । নতুন মানুষদের নিশ্চয় এসে যাবে, এ অসম্ভব । কোনো কোনো নতুন বাচ্চা এতটাই সচেতন যে, তারা বুঝে যায় । কেউ তো আবার এখানে আসতেই চায় না, কিছুই বুঝতে পারে না । সামান্যতমও তাদের বুদ্ধিতে আসে না । এতো বি.কে আছে, নিশ্চই এরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেয়েছিলো । এরা পারিবার হয়ে গিয়েছিলো । নামও লেখা আছে - ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী, তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো, তাই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মার পরিবার কতো বড়, কিন্তু এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসতে পারে না । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তোমাদের এইম অবজেক্ট কি ? বলো, বাইরে বোর্ডে লেখা আছে -- প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো । দাদুর থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিববাবা রচনা করেন । তাহলে তিনি রচয়িতা হলেন, তিনি স্বর্গের রচনা করেন, তাহলে অবশ্যই তিনি বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দান করবেন । তাহলে এ তো পরিবার হয়ে গেলো । বাবা, ছেলে, মেয়ে আর দাদা আছেন । ব্রহ্মাও আছেন, আবার শিবও আছেন । তিনি হলেন রচয়িতা । তিনি নিরাকার, তাহলে বাচ্চাদের উত্তরাধিকার কিভাবে দেবেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার দান করেন । এ খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত । বলো, এ তোমাদের বাবার ঘর । একে বলা হয় রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ । আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, বাবা ছাড়া আর কেউই রাজযোগ শেখাতে পারেন না । গীতাতেও আছে -- মন্মনাভব অর্থাৎ মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । তাই আমরা ওই এক বাবারই স্মরণ করি । ভক্তিমার্গে এমন গাওয়া হয় -- বাবা আপনি যখন আসবেন, তখন আমরা বলিহারি যাবো, আমরা আপনার হয়ে যাবো । আমরা আত্মারা এই দেহ ত্যাগ করে আপনার সঙ্গে চলে যাবো । আপনার হলে, অবশ্যই আপনার সঙ্গেই যাবো । বিবাহ বন্ধন যখন হয়, তখন সাজন বা প্রেমিকই তো সাথে করে নিয়ে যাবে, তাই না । এই শিব সাজনও বলেন - আমি তোমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে নিয়ে যাবো । তারপর তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে গিয়ে রাজত্ব করবে, যে যতটা জ্ঞান ধারণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে । ছোটো - ছোটো কুমারীরাও সেবা করছে । ওদেরই বড় - বড় বিদ্বান, পণ্ডিত ইত্যাদিদের বোঝাতে হবে, এই শখ থাকা চাই । কুস্তি যখন হয় তখন বড় - বড় চ্যালেঞ্জ দেয় যে, এর সাথে আমি লড়বো । সেবা পরায়ণ বাচ্চাদের আরামের সঙ্গে শুয়ে থাকা উচিত নয় । এই সেবাতে পরিক্রমা করা উচিত । আজকাল বাবা অনেক প্রদর্শনী করান । বড় - বড় মানুষদের নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দাও । এখন না হলেও তারা পরে আসবে । সাধু - সন্ত, মহাত্মা, যেই হোক না কেন, তোমরা জাগাতে থাকো, কিন্তু কথা বলার জন্য মহারথীদের চাই । বাবার সঙ্গে যার যোগ নেই, ভালোবাসা নেই, সে তো যেন খালি বা অপূর্ণ বাদল । তারা আর কি করবে । এ তো জানো যে শিক্ষিতের সামনে অশিক্ষিত মূল্যবান হয়ে যাবে । প্রত্যেকেই নিজেকে বুঝতে পারে যে, আমরা কতো পর্যন্ত পড়েছি । সেবা করে দেখাই । যদি মেঘ পরিপূর্ণ থাকে আর বর্ষণ না করাতে পারে তাহলে সেই মেঘ কি কাজের । প্রত্যেকেরই নিজের বুদ্ধি চাই । দেহ অভিমানের অপ্রয়োজনীয়

নেশায় যদি থাকো তাহলে উঁচু পদ সর্বদার জন্য হারিয়ে ফেলবে । বাবার তো সেবার কতখানি শখ রয়েছে । গভর্নমেন্টকে বোঝানো উচিত যে, আমাদের একটা হল দাও, যেখানে আমরা এই আধ্যাত্মিক সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে পারি । বাবা এসেছেনই এই রাজযোগ শেখাতে, যা খুব যুক্তি সহকারে বোঝানো উচিত । যারা ভাষণই করতে পারে না, তারা তো বোঝাতেই পারবে না । উঁচু পদও তখন পেতে পারবে না । তারাই পদ পেতে পারবে যারা সেবা করবে । বড়দের লিখে জানাও যে, এই জ্ঞান ছাড়া ভারতের বা সম্পূর্ণ দুনিয়ার কল্যাণ হতে পারবে না । জ্ঞান হলো মূখ্য । এই লক্ষ্মী - নারায়ণও তো জ্ঞানের দ্বারাই এই পদ পেয়েছে, তাই না । আগের জন্মে এরা রাজযোগ শিখেছে । আমরাও এখন এখানে পড়ছি । স্কুলে স্টুডেন্টস মনে করে, আমরা এই পরীক্ষা দিয়ে তারপর গিয়ে এই হবো । তোমরা যে এই জ্ঞান পাও, তা এই দুনিয়ার জন্য নয় । তোমরাও পড়ো ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের প্রালব্ধ অর্জনের জন্য । ওরা পড়ে এই জন্মের সুখের জন্য । তাই ওই পড়াও পড়তে হবে, আর সাথে সাথে এই শিক্ষাও শিখতে হবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই । আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেন নেবে না ? তোমাদের চিত্র নিয়ে গিয়ে বোঝানো উচিত । বলো -- জ্ঞান সকলের জন্য খুবই জরুরী, কিন্তু সব বাচ্চারা আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত হয় না । চাকরী - বাকরি করেই আটকে থাকে । বন্ধনমুক্ত হলে তো সেবাতে লেগে যাওয়া উচিত । শ্রীমৎ অনুযায়ী তো সবাই চলবে না । মাঝে আবার মায়া অনেক সমস্যা তৈরী করে । কোনো - কোনো বাচ্চাদের অনেক শখ কিন্তু নেশা চড়ে না যে, আমরা গিয়ে অনেকের কল্যাণ করি । তাই বাবাও বোঝেন, বড় হয়ে গিয়েও কেন তোমরা এখনো বাধাগ্রস্ত হও । তোমরা বলতে পারো, আমাদের তো ভারতের উদ্ধার করতে হবে । প্রকৃত সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে । বাবার তো আশ্চর্য লাগে যে, তোমাদের নেশা চড়ে না, তাই তিনি মনে করেন, তোমাদের রজঃ বুদ্ধি । তোমাদের সুযোগ খুব ভালো । এমনও অনেকে আছে যাদের জ্ঞানের খুব অহংকার, তারা অনেক ডিসসার্ভিস করে। এ তো গুড় জানে আর গুড়ের পুঁটলি জানে (শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা) । তাদের রাহুর গ্রহণ লেগে যায় । বৃহস্পতির দশা নেমে গিয়ে রাহুর দশা বসে যায় । এখনই দেখো ভালো চলছে, আবার এখনই দেখো আবার গ্রহণ লেগে গেলো, তখন পড়ে যায় । বাচ্চাদের তো খুব বাহাদুর হওয়া উচিত । গুরু দায়িত্ব তুলে নিতে হবে । আমরা এই ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়েই ছাড়বো । তোমাদের ধর্মই হলো নরকবাসীকে স্বর্গবাসী বানানো, ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী বানানো । বাবা তো খুব সুন্দর নেশা তৈরী করে দেন, কিন্তু বাচ্চাদের তা নম্বরের ক্রমানুসারে চড়তে থাকে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বন্ধনমুক্ত হয়ে ভারতের প্রকৃত সেবা করতে হবে । আধ্যাত্মিক সেবা করে মানুষকে দেবতা বানাতে হবে । জ্ঞানের অহংকার আনবে না । আধ্যাত্মিক নেশায় থাকতে হবে ।

২) নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে প্রথমে নিজের অবস্থা দৃঢ় করতে হবে । দেহ সহ যা কিছুই দেখা যায়, তা ছিন্ন করতে হবে, এক বাবার সঙ্গে জুড়তে হবে ।

বরদানঃ- বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কার বানিয়ে ব্যর্থ বা পুরানো সংস্কার থেকে মুক্ত ভব*

কোনো ব্যর্থ সঙ্কল্প বা পুরানো সংস্কার দেহ বোধের সম্বন্ধ থেকে আসে, আত্মিক স্বরূপের সংস্কার বাবার সমান হবে । বাবা যেমন সদা বিশ্ব কল্যাণকারী, পরোপকারী, দয়ালু, বরদাতা -- এমনই নিজের সংস্কারও যেন তেমনই স্বাভাবিক হয়ে যায় । সংস্কার তৈরী হওয়া অর্থাৎ সঙ্কল্প, বাণী এবং কর্ম সেই অনুযায়ী চলা । জীবনে সংস্কার হলো একটি চাবি, যার দ্বারা সততঃই চলতে থাকে । তখন পরিশ্রম করার প্রয়োজন থাকে না ।

স্লোগানঃ- আত্মিক স্থিতিতে স্থিত থেকে নিজের রথের (শরীর) দ্বারা কার্য যে করায়, সেই হলো প্রকৃত পুরুষার্থী ।